হিতোপদেশ।

যেমন গ্রীষ্মকালে হিম ও শস্যকাটনের সময়ে বৃষ্টি, তদ্রূপ অজ্ঞান লোকের সম্ভ্রম অসম্ভব। আপনি আপনাকে জ্ঞানবান বোধ করে, এমত লোককে কি দেখিতেছ? তাহা অপেক্ষা বরং মূর্খের বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা আছে। কল্যের বিষয়ে গর্ব্বকথা কহিও না, কেননা এক দিনের মধ্যে কি ঘটিবে, তাহা তুমি জান না। অন্য লোক তোমার প্রশংসা করুক, কিন্তু তুমি আপন মুখে করিও না; ও অন্য লোক তোমার সুখ্যাতি করুক, কিন্তু তুমি আপন ওষ্ঠদ্বারা করিও না। যে জন আপন প্রতিবাসিকে স্তুতিবাদ করে, সে তাহার পাদ বন্ধন করিবার জন্যে জাল পাতে। অজ্ঞান লোক তাবৎ মনস্থ প্রকাশ করে, কিন্তু জ্ঞানী উচিত্ত সময়ের জন্যে তাহা রাখে।

সমাপ্ত।

নীতি কথা,

তৃতীয় ভাগ।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা ছাপা গেল।

NÍTI KATHÁ,

OR

FABLES,

IN THE BENGALI LANGUAGE.

THIRD PART.

CALCUTTA:
PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS,
AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.
1851.

মনুষে
প্রতি
তৃণ
ক্ষীর,
হয়।
করি
আম
মরি
তা

1st ed. 5000 *copies.*
2d. 1845, 2000.
3d. 1848, 3000.
4th. 1851, 4000.

নির্ঘণ্ট।

		পৃষ্ঠ
১	এক ভেক আর বৃষ	১
২	নেকড়িয়া ব্যাঘ্র আর শৃগাল	২
৩	সিংহ আর মুষিক	৩
৪	দুই বন্ধু	৪
৫	এক সর্প আর এক লৌহ উখা	৫
৬	এক পথিক আর এক নিষ্ঠুর	৫
৭	এক বৃদ্ধ সিংহ আর পশ্বাদিগণ	৬
৮	এক গৃহস্থ আর ছাগল	৭
৯	খেঁকশিয়ালী আর কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকা	৮
১০	এক খেঁকশিয়ালী আর ছাগল	৮
১১	এক কাক আর মেষ	৯
১২	এক চাসা আর বেজী	১০
১৩	এক শিকারী আর সর্প	১১
১৪	শত্রুহস্তে পতিত এক রণসিঙ্গাবাদ্যকর	১১
১৫	কপোত ও বাজ আর চিল	১২
১৬	পশ্বাদি জীব আর ভগবান	১২
১৭	ভেক আর সারস	১৩
১৮	এক খল ব্যক্তি আর ফকীর	১৫
১৯	এক আরবী আর গর্দ্দভ	১৬
২০	এক মালী আর কুকুর	১৭
২১	দুই ভেক	১৮
২২	এক মুসলমান আর ছাগল	১৯
২৩	কুকুর ও তাহার প্রতিবিম্বের কথা	২০
২৪	কাক ও শম্বূকের কথা	২১
২৫	খেঁকশিয়াল ও কাকের কথা	২১
২৬	এক কাকের কথা	২২

		পৃষ্ঠ
২৭	পিতা পুত্রবিষয়ক কথা	২৩
২৮	এক রাখালের কথা	২৩
২৯	এক বালক ও হংসের কথা	২৪
৩০	এক বৃদ্ধের কথা	২৪
৩১	শৃগালী ও সিংহীর কথা	২৪
৩২	এক শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের কথা	২৫
৩৩	এক জনের দুই স্ত্রী ছিল তাহার কথা	২৫
৩৪	এক মশক ও সিংহের কথা	২৬
৩৫	সিংহ ও গর্দ্দভ ও শৃগাল এ তিনের কথা	২৬
৩৬	কাক ও কলসের কথা	২৭
৩৭	ব্রহ্মা ও এক কৃষাণ ইহাদের কথা	২৭
৩৮	ভালুক ও মধুমক্ষিকার কথা	২৮
৩৯	এক মহাজন ও এক জাহাজির কথা	২৮
৪০	এক নির্ব্বোধ লোক	২৯
৪১	এক অন্ধ ও এক খঞ্জ লোকের কথা	২৯
৪২	এক মহাপক্ষি ও কাকের কথা	৩০
৪৩	দুই বিড়াল ও এক বানরের কথা	৩০
৪৪	আজ্ঞালঙ্ঘন	৩১
৪৫	খরগোশ ও তাহার মিত্রেরা	৩১
৪৬	পক্ষি ও কৃষকের কথা	৩৩
৪৭	গ্রীক কাব্যে কৃপণের কথা	৩৪
৪৮	কৃপণের স্বভাব	৩৫

নীতি কথা।

তৃতীয় ভাগ।

১। এক ভেক আর বৃষ।

কোন প্রান্তরমধ্যে প্রকাণ্ডশরীর এক বৃষ চরিতেছিল, সেখানে অতি প্রবীণ একটা বৃদ্ধ হিংস্রু ভেক আসিয়া বৃষের দিগে মুখ বিস্তৃত করিয়া আপন অপত্যদিগকে ডাকিয়া কহিতে লাগিল, হেদে দেখ, একটা অসম্ভবাকার ষাঁড় চরিতেছে। বৃষের শরীর বৃহৎ আর পেট মোটা, কিন্তু যদি আমি ইচ্ছা করি তবে এই ক্ষণে ইহা অপেক্ষায় দ্বিগুণ স্থূল হইতে পারি। ইহা কহিয়া ভেক দুই চারি বার লম্ফ দিয়া শ্বাস অবরোধ করিয়া আপন উদর স্ফীত করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ কালে উদরের চর্ম্ম ফাটিয়া ভেক মরিয়া গেল।

তাৎপর্য্য।—আপন শক্তি ও ক্ষমতার অতিক্রম করিয়া কর্ম্ম করা মনুষ্যের অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি যেমত সে তদনুসারে চলুক, ইহার বিপরীতাচরণ করিলে তাহার প্রশংসা ও মান্যতা হওয়া দূরে থাকুক, বরং স্বয়ং নষ্ট হয়। প্রমাণ এই, অনেক লোক ধনবান ব্যক্তিদিগের ব্যবহার ও বিষয় দেখিয়া আপন সামর্থ্য অতিক্রম করিয়া চলে, তাহাতে সে সকল লোক মান্য না হইয়া ত্বরায় অপমানিত হয়, এবং তাহাদের সঞ্চিত অর্থেরও বিনাশ হয়।

২। নেকড়িয়া ব্যাঘ্র আর শৃগাল।

এক. নেকড়িয়া ব্যাঘ্র কতকগুলিন আহারের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কোন নির্জন স্থানে প্রস্তুত করিল, ও তাহার রক্ষার্থে ঐ দ্রব্যের নিকট নিয়ত থাকিত। এক শৃগাল সে স্থানে আইল। শৃগাল স্বাভাবিক প্রতারক, লোভপ্রযুক্ত নেকড়িয়ার সংগৃহীত দ্রব্য লইবার নিমিত্তে ব্যাঘ্রকে কহিল, অহে সখে ব্যাঘ্র, আপনি কেমন আছেন? বহু কাল হইল তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, এবং শিকার করিতেও তোমাকে দেখি নাই, কারণ কি? ব্যাঘ্র অজ্ঞাত অপরিচিত শৃগালের অতি প্রণয়ের আলাপে সন্দিগ্ধ হইয়া, শৃগাল আমাকে প্রতারণা করিবে, তদর্থে আমার সমাচার জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইহা বুঝিয়া উত্তর করিয়া কহিল, আমার কিঞ্চিৎ ব্যামোহ হইয়াছে, এ কারণ ঘরে থাকি; বহির্গমনে পীড়ার বৃদ্ধি হয়; আশীর্ব্বাদ করহ যে ত্বরায় সুস্থ হই। শৃগাল তাহাকে প্রতারণা করিতে না পারিয়া বধ করিতে নিশ্চয় করিল, কিন্তু স্বীয় শক্তি নাই যে ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অতএব তাহার সমীপে এক মেষপালক ছিল, তাহার নিকটে যাইয়া কহিল, অহে মেষপালক, তুমি মেষপালন করিয়া কি পাও? আমার সহিত আইস; এই বনে একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র ঘূর্ণিতমস্তক হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাকে অত্যল্প পরিশ্রম করিলেই বধ করিতে পারিবা, আর ঐ মৃতব্যাঘ্র নগরে লইয়া গেলে যথেষ্ট ধন পাইবা। মেষপালক তাহার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যাইয়া ব্যাঘ্রকে বধ করিয়া লইয়া গেল। শৃগাল অনায়াসে ব্যাঘ্রের সঞ্চিত সামগ্রী

প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু অল্প দিনের পরে মেষপালক আকাঙ্ক্ষানুসারে ধন না পাইয়া শৃগালকে বধ করিল।

তাৎপর্য্য।—প্রতারক ও মন্দকারি ব্যক্তির কখনও ভাল হয় না। মন্দ করিলেই স্বয়ং নষ্ট হয়, অতএব লোভ সম্বরণের চেষ্টা করা মনুষ্যের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; লোভদ্বারা মনুষ্য কি পর্য্যন্ত দুষ্কর্ম্ম না করে?

৩। সিংহ আর মূষিক।

এক. সিংহ কোন বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিল, দৈবাৎ তাহার তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট হস্তের মধ্যে এক অতি ক্ষুদ্র মূষিক পতিত হইল। মূষিক সিংহের ভয়ানকাকার আর অস্ত্রস্বরূপ দন্ত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া সিংহকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিল, অহে পশুরাজ, রক্ষা কর, আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, আমাকে বধ করিও না, আমার হিংসা করিলে তোমার কোন উপকার হইবে না; আমার মাংসেতেও তোমার পরিতোষ হইবে না, এবং এ তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্রকে মারিলে তোমার মহিমার বাহুল্য নাই। সিংহের সদন্তঃকরণে মূষিকের বাক্যে দয়া উপস্থিত হইলে সে মূষিককে ত্যাগ করিল। কিছু দিন পরে ব্যাধের জালেতে ঐ সিংহ বদ্ধ হইলে মূষিক তাহার পূর্ব্বোপকার স্মরণ করাতে আপন দন্তদ্বারা জালের বন্ধন খণ্ড খণ্ড করিয়া সিংহের পরিত্রাণ করিল।

তাৎপর্য্য।—ক্ষুদ্রহইতে অপরাধ হইলে তাহার প্রতিফল না করিয়া ক্ষমা করা প্রধান জ্ঞানবান্ লোকের উচিত। যাহাদিগের

পরস্পর উপকার না হয়, পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে এমত কেহ নাই; অতি ক্ষুদ্রহইতেও অতি প্রধানের উপকার হইতে পারে, অতএব কাহাকেও ক্ষুদ্র বোধ করিয়া হেয়জ্ঞান করা মনুষ্যের অনুচিত।

৪। দুই বন্ধু।

পরস্পর অতিপ্রণয়ী দুই বন্ধু অর্থ উপার্জ্জনার্থে দেশান্তরে যাইতেছিল, ইতোমধ্যে দস্যুস্থাপিত এক পাত্রস্থ অনেক স্বর্ণমুদ্রা এক জন পাইল। মুদ্রা হস্তগত হইবাতে সে ব্যক্তি দ্বিতীয় জনকে কহিল, হে সখে, এ পথে আসিয়া আমার যথেষ্ট অর্থলাভ হইল, হেদে দেখ, অনেক স্বর্ণমুদ্রা পথের মধ্যে পাইলাম। সে উত্তর করিয়া বলিল, আমাদিগের পরম সৌভাগ্য বটে, কারণ অনায়াসে অর্থলাভ হইল। মুদ্রাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কহিল, হে সখে, আমাদিগের সৌভাগ্য এ শব্দ কহিও না; এ ধন আমি স্বয়ং পাইয়াছি; কেবল আমার সৌভাগ্য, তোমার নহে, কারণ ইহাতে তোমার অংশ নাই। ইতোমধ্যে ঐ মুদ্রার অধিকারী দস্যুরা বন্ধুদ্বয়কে আক্রমণ করণার্থে উপস্থিত হইলে মুদ্রাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কহিল, অহে বন্ধু, বুঝি আমরা দস্যুহস্তে পতিত হইলাম ও প্রাণে মারা যাই। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, হে প্রিয় সখে, এক্ষণে আমরা কেন কহ? তুমি মুদ্রা পাইয়াছ, তুমি মারা যাও।

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি কাহাকেও সুখের অংশী করিতে স্বীকার করে না, কিন্তু দুঃখের অংশী করিতে চেষ্টা পায়, তাহাকে বন্ধু বলা যাইতে পারে না।

৫। এক সর্প আর এক লৌহ উখা।

এক সর্প কোন কর্ম্মকারের দোকানে প্রবিষ্ট হইল। কর্ম্মকার তৎকালে সেখানে না থাকাতে সর্প তাহার হিংসা করিতে পারিল না; কিন্তু সম্মুখে একখানি তীব্রধার উখা ছিল, তাহাকে দংশন করিল। লৌহ কঠিন ধাতু আর উখা অপ্রাণী, তাহার দংশনে কি হইতে পারে? সর্পের ওষ্ঠ উখার ধারে কাটিলে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। সর্প রক্ত দেখিয়া উখাকে প্রাণী নিশ্চয় জানিয়া বারম্বার বেগপূর্ব্বক দংশন করণে আপন দন্ত ভগ্ন করিয়া মুখ ক্ষত করাতে মৃতবৎ হইল।

তাৎপর্য্য।—হিংসুক মানুষ কখন কখন রাগেতে কেবল আপনার ক্ষতি জন্মায়।

৬। এক পথিক আর এক নিষ্ঠুর।

এক মাংসভোজী এক ক্ষুদ্র ছাগবৎসকে বধ করণার্থে একখানি ছুরিকা আনিয়া তাহার সম্মুখে তীক্ষ্ণ করিতে লাগিল। ছাগল স্বাভাবিক ভীত, অস্ত্র দেখিয়া অতি ভীত হইয়া বিনতিপূর্ব্বক বধকারির নিকটে রক্ষা যাচ্ঞা করিতে করিতে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, কিন্তু মাংসাশির চিত্তে কোন প্রকারেই দয়া হইল না, সে ছুরিকাদ্বারা ঐ ছাগলের গলা ছিন্ন করিল। পরে তাহার মুণ্ড ছিন্ন হইয়া অতি যাতনাহেতু লড়িতে লাগিল, ও হস্তপাদাদির আকর্ষণ হইতেছিল। ইতোমধ্যে এক পথিক যাইতেছিল; মাংসভোজী অতি আহ্লাদপূর্ব্বক তাহাকে কহিল, অহে

পথিক, কখনো মৃত ছাগলের নৃত্য দেখিয়াছ? হেদে দেখ, আমার ছাগবৎস নৃত্য করিতেছে।

তাৎপর্য্য।—পরের ক্লেশ দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া আহ্লাদ করা ইহা দুষ্ট স্বভাবের বিশেষ চিহ্ন।

৭। এক বৃদ্ধ সিংহ আর পশ্বাদিগণ।

এক সিংহ যৌবনাবস্থায় অতিশয় দুর্বৃত্ত অপকারী ও নিষ্ঠুর ছিল, বয়োধিক হইলে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও জরাগ্রস্ত হইয়া চলিবার শক্তিহীন হইয়া আপন কোঠরে পড়িয়া থাকে, আহার অভাবে অতি ক্ষীণ হইয়া বনস্থ পশ্বাদিগণের স্থানে যাচ্ঞা করে, কিন্তু কেহ দেয় না, বরং অনেকে তাহার পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহার প্রতিফলার্থে ইচ্ছাক্রমে সিংহের অপমান করে। তাহাদিগের প্রতিফল দিতে সিংহের আর ক্ষমতা নাই, সুতরাং সর্ব্বদা ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে। এক দিন এক গর্দ্দভ তাহার নিকট যাইয়া সিংহের পূর্ব্ব ব্যবহার জন্য নানাবিধ ভর্ৎসনাপূর্ব্বক তাহাকে পদাঘাত করিল, তাহাতে সিংহের প্রাণ বিয়োগ হইল। মরণকালে সিংহ কহিতে লাগিল, হায় আমি এমন দুর্বৃত্ততা ও নিষ্ঠুরতা ও কুব্যবহার কেন করিয়াছিলাম? এখন তাহার ফল পাইলাম। আমি যদি পশ্বাদির সহিত সদ্ব্যবহার করিতাম, তবে এক্ষণে তাহারা আমার রক্ষা ও উপকার করিত।

তাৎপর্য্য।—ক্ষমতাপন্ন দুর্বৃত্ত লোকের ক্ষমতা গেলে তাহার আত্মীয় কেহ হয় না, আর তাহার প্রজারাও তাহার অপমান

করে। কালেতে সকলের লয় হইবে, ব্যাঘ্র ঐ কালের শকটের চাকা মনুষ্যের মস্তকের উপর ফিরিতেছে, তৎকর্তৃক ছোট বড় সকলেই মৃত্তিকাতে লীন হইবে, তখন সদ্ব্যবহার ধর্ম্মাচরণ ব্যতীত কেহ উপকারে আসিবে না।

৮। এক গৃহস্থ আর ছাগল।

বড় মাংসাশী এক গৃহস্থ ছাগল পুষিত, পরে সে কোন দিন মাংস ভোজনে অতীচ্ছুক হইয়া একটা অতি শিশু ছা এক বৃক্ষতলে বলি দিতে লইয়া গেল, আর সম্মুখে বড় তীব্র খড়্গ আনিয়া রাখিল। ছাগলছানা অতি ভীত হইয়া রোদন করিতে লাগিল, ও গৃহস্থের স্থানে প্রাণদান চাহিল। ছাগলের মাতাও আসিয়া গৃহস্থকে অতি বিনতি পূর্ব্বক আপন সন্তান রক্ষার প্রার্থনা করিতে লাগিল, কিন্তু গৃহস্থ তাহা শুনিয়া কহিল, আমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতেছি, ইহাতে পুণ্য আছে। ছাগী কহিল, অহে পুণ্যবান, আপন উদর সন্তোষার্থে আমার অপত্য নষ্ট করিবা? তুমি স্বহস্তে ইহাকে বধ করিতে উদ্যত, তথাচ তোমারি স্থানে প্রাণদান যাচ্ঞা করিতে করিতে রোদন করিতেছে, কিন্তু তোমার চিত্তে দয়া উপজিল না। অহে গৃহস্থ তুমি আর কশাই কি ভিন্ন? আর হত্যা করিলে যদি পুণ্য হয়, তবে তোমাদিগের মতে পাপ কাহাকে কহ?

তাৎপর্য্য।—মনুষ্য কিঞ্চিৎ শারীরিক সুখভোগ আকাঙ্ক্ষায় কি দুষ্কর্ম্ম না করে, আর আপন আপন অভিপ্রেত লাভার্থে শাস্ত্রকে অবলম্বন ছল করিয়া কোন্ অসৎকর্ম্ম না করে?

৯। খেঁকশিয়ালী আর কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকা।

এক খেঁকশিয়ালী কোন সূত্রধরের দোকানে গিয়া নানা প্রকার মূর্ত্তি ও পুত্তলিকা দেখিল। তাহার মধ্যে অতি সুন্দর সুগঠন অনুপম একটী পুত্তলিকা দেখিয়া তাহার প্রতি অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, অরে পুত্তলিকা, তুমি অতি মনোহর, অতি সুন্দর বট, তথাপি তোমার জ্ঞান কিঞ্চিৎ মাত্রও নাই।

তাৎপর্য্য।—বাহ্য সৌন্দর্য্য হইলেই অন্তর সুন্দর হয় না, অতএব অন্যান্য সুন্দরতা অপেক্ষা মন সুন্দর করণের চেষ্টা করা সকলের উচিত।

১০। এক খেঁকশিয়ালী আর ছাগল।

এক খেঁকশিয়ালী আর ছাগল তৃষ্ণাতুর হইয়া তৃষ্ণা নিবারণার্থে উভয়ে সম্মত হইয়া এক কূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। জল পান করিয়া ছাগল দেখিল যে কূপহইতে উঠিবার পথ নাই। খেঁকশিয়ালী কহিল, আছে, মিত্র; তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইল, এক্ষণে ইহাহইতে উঠিবার পথ না দেখিয়া আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, তুমি অগ্রের দুই পদ ঊর্দ্ধ করিয়া পশ্চাৎ পদে নির্ভর দিয়া মুখ বহিষ্কৃত কর, আমি তোমার শৃঙ্গ ধরিয়া প্রথম উঠিব, পশ্চাৎ তোমাকে উঠাইবার কথা হইবে। ছাগল অতিমূর্খ মহাহৃষ্টচিত্ত হইয়া প্রতারক শৃগালীর কথায় প্রত্যয় করিয়া ঐ প্রকারে দাঁড়াইল। শৃগালী ধূর্ত্তা ছাগলের শরীর ও শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিল। পরে ছাগলের

উদ্ধার করণের উপকার দূরে থাকুক, শৃগালী তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, তোমার যত বড় দাড়ি, তাহার অর্দ্ধেক জ্ঞান থাকিলে, কি প্রকারে উচিত ইহার বিবেচনা অগ্রে করিতা।

তাৎপর্য্য।—প্রতারক ও স্বার্থপর ও আত্মম্ভরি ব্যক্তির কথায় প্রত্যয় করিও না।

১১। এক কাক আর মেষ।

কোন প্রান্তরমধ্যে এক মেষ চরিতেছিল, তথায় এক কাক উড়িয়া যাইয়া তাহার পৃষ্ঠে বসিল, ও ঠোকরাইতে লাগিল। ভেড়া পীড়িত হইয়া কাকের প্রতি কহিল, অরে দুষ্ট কাক, আমি নির্বিরোধী, কাহারো হিংসা করি না, আর তোমার স্থানে কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন দীনহীন নিরীহ আমাকে পীড়া দেও? কাক কহিল, আমি এই প্রকারে তাবৎ চতুষ্পদ পশুর উপর আরোহণ করিয়া থাকি। ভেড়া কহিল, অন্য পশুর উপর চড়িয়া থাকিবা, কিন্তু কুক্কুরের উপর চড়িতে এমন সাহস হয় না। কাক কহিল, আমি স্থান বিশেষে উপদ্রোহ ও নম্রতা ও শিষ্টতা ব্যবহার করিয়া থাকি, অর্থাৎ ক্ষীণের নিকট পরাক্রম প্রকাশ করি, আর প্রবলের নিকট শিষ্ট হই।

তাৎপর্য্য।—দুষ্ট ও ক্ষুদ্র মনুষ্যের রীতি এই যে সহিষ্ণুদিগের উপরে যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করে, আর বলবানের নিকটেও যায় না।

১২। এক চাসা আর বেজী।

এক চাসার ক্ষেত্রে কতকগুলিন শৃগাল ও শূকর ইত্যাদি জন্তু প্রতিদিন আসিয়া শস্য খাইত ও নষ্ট করিত। কৃষী তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্তে জাল পাতিয়া রাখিল, তাহাতে শৃগাল ইত্যাদি শস্যহিংসুক জন্তু ধরা পড়িল। তাহার মধ্যে এক বেজী দৈবক্রমে ঐ ক্ষেত্রে গিয়াছিল, দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত সেও জালে বদ্ধ হইল। বেজী স্বাভাবিক ভীত আর কোমলশরীর, জালের রজ্জুতে ছিন্নভিন্ন হইয়া চাসাকে অনেক স্তবস্তোত্র করিয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, অহে চাসা, তোমার ক্ষেত্রের কোন অপকার করি নাই, আমার সহিত মনুষ্যের কোন অসূয়া নাই; আমি তোমাদিগের চিরকালের আশ্রিত, উপকার ব্যতীত কখন ক্ষতি করি নাই, দেখ তোমাদিগের ঘরে সর্প আসিতে দি না, আর মূষিক ক্ষতিকারক জন্তু তাহাকে আমি নষ্ট করি, তাহাতে তোমাদিগের খাদ্যদ্রব্য অপচয় হয় না; অতএব আমাকে না মারিয়া মুক্ত কর। চাসা কহিল, যথার্থ, তুমি যাহা কহিলা তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি মন্দকারি ও দুষ্ট ব্যক্তির সহিত বদ্ধ হইয়াছ, অতএব তাহার সহিত শাস্তি পাইতে উচিত হয়। ইহা কহিয়া সে বেজীকে বধ করিল।

তাৎপর্য্য।—দুষ্ট লোকের সহিত থাকিলে দুরদৃষ্ট প্রাপ্ত হয়; অসৎসঙ্গে থাকিয়া যদ্যপি অসৎ কর্ম্ম না করে তথাচ তাহার দণ্ডের অংশী হয়।

১৩। এক শিকারী আর সর্প।

এক শিকারী বন্দুকদ্বারা একটা কপোতকে মারিতে আক্রমণ করিতেছিল, ইতোমধ্যে এক সর্পের গাত্রে তাহার পদাঘাত হইবাতে সর্প তাহাকে দংশন করিল। শিকারী সর্পদংশনজ্বালাতে অতি পীড়িত হইয়া ভূমিতে পড়িবাতে কপোত পলাইয়া গেল, শিকারী বিষের জ্বালাতে মরিল।

তাৎপর্য্য।—পরের হিংসা করিলে আপনার ক্ষতি হয়।

১৪। শত্রুহস্তে পতিত এক রণসিঙ্গাবাদ্যকর।

কোন যুদ্ধেতে এক রণসিঙ্গাবাদ্যকর জয়ি সৈন্যের হস্তে পতিত হইলে জয়ি সৈন্যের সিপাহীরা তাহার শিরশ্ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সিঙ্গাওয়ালা মহাভীত হইয়া সিপাহীদিগকে বিনতিপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, অহে যোদ্ধা সকল, যে ব্যক্তি কাহাকেও হিংসা করে না তাহাকে বধ করা কি বিচারসিদ্ধ হয়? আমি বাদ্যকর কাহারো হিংসা করি নাই, তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করি নাই, তবে কেন আমাকে মারিবা? সিপাহী কহিল, তুমি স্বহস্তে কাহাকে হত্যা কর না বটে, কিন্তু হত্যা করিতে অন্য সকলকে প্রবৃত্ত করাও; তুমি হত্যাকারিহইতেও দুষ্ট, তোমাকে বধ করা উচিত হয়, তুমি সিঙ্গা বাদ্য না করিলে কেহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না।

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি মন্দ, কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে সে মন্দকারিহইতেও অধম।

১৫। কপোত ও বাজ আর চিল।

এক স্থানে কতকগুলিন কপোত বাস করিত, সেখানে একটা চিল আসিয়া তাহাদিগের উপর সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করে, তাহাদের অপত্য নষ্ট করে, ও নানা প্রকার গৃহপীড়া দেয়। কপোতেরা শ্বাসব্যস্ত হইয়া এক বাজের নিকট যাইয়া আপনাদিগের ক্লেশাবস্থা জ্ঞাত করিয়া কহিল, চিলের দৌরাত্ম্যেতে আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না, তোমার শরণ লইলাম; আমাদিগকে রক্ষা করহ। বাজ উত্তর করিয়া কহিল, ভাল, ইহার অপেক্ষা আমার ভাগ্য কি? অনায়াসে তোমাদিগের উপকার করিব, আর শরণাগত ব্যক্তির রক্ষা না করিলে বড় পাপ, এই মত নানা প্রকার মনঃপ্রীতিজনক বাক্যদ্বারা আশ্বাসিয়া চিলকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিল, সে দুষ্ট বড় পাপী, দগ্ধ উদরের নিমিত্তে নিরীহ কপোতদিগকে নষ্ট করা বড় দুষ্কর্ম্ম, তোমরা স্বচ্ছন্দে বাস করহ, কোন ভাবনা নাই। পরে বাজ প্রতিদিন আহারোপযুক্ত কপোত বধ করিয়া খাইয়া সর্ব্বনাশ করিল।

তাৎপর্য্য।—বিপদগ্রস্ত হইয়া ক্ষমতাপন্ন অধার্ম্মিক লোকের আশ্রিত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহারা প্রথমে ভরসাজনক নানা বাক্যদ্বারা আশ্বাস দিয়া পরে তাহাকে আপনি নষ্ট করে।

১৬। পশ্বাদি জীব আর ভগবান।

কোন কালে বন্য জন্তুরা আপন আপন বর্ত্তমান অবস্থাতে বিরক্ত হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল যে হে

ভগবন্, আমাদিগকে যে অবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে বড় ক্লেশ বোধ হয়; অতএব অনুকূল হইয়া আমাদিগকে উত্তম অবস্থা দিউন। উষ্ট্র আসিয়া প্রার্থনা করিল, আমার শৃঙ্গ হউক, তাহাতে আপদ উপস্থিত হইলে রক্ষা পাইতে পারিব, এবং সৌন্দর্য্যেরও বাহুল্য হইবে। ময়ূর যাচ্ঞা করিল, আমার স্বর কোকিলের ন্যায় হউক। খরগোশ হরিণের ন্যায় দ্রুতগতি শক্তি চাহিল। ভগবান উত্তর করিয়া কহিলেন, অরে পশ্বাদিগণ, আপন আপন বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাক, অবস্থান্তর প্রাপ্তির বাসনা কেবল মনের বৈলক্ষণ্যমাত্র, সন্তোষ না থাকিলে অবস্থান্তরেও সুখ হয় না। উষ্ট্র তাহা না মানিয়া আপন অবস্থায় বৈরক্ততা ব্যক্ত করিবাতে ভগবান কুপিত হইয়া তাহাকে শৃঙ্গ না দিয়া তাহাকে কাণকাটা করিলেন।

তাৎপর্য্য।—সন্তোষ না থাকিলে দরিদ্র ব্যক্তি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াও সুখী হইতে পারে না। পরমেশ্বর তাবৎ জীবের বিষয় কর্ত্তব্য মতে দিয়াছেন, তাঁহার নিন্দা করিলে কখন ভাল হয় না।

১৭। ভেক আর সারস।

এক জলাশয়ে কতকগুলিন ভেক বাস করিত, তাহারা ভ্রান্ত হইয়া বিবেচনা করিল, পৃথিবীর মধ্যে সকলেরই রাজা আছে; কোন প্রধান ব্যক্তি আমাদিগের রাজা হইলে ভাল হয়। ইহা মনে করিয়া ভগবানের স্থানে স্তবস্তোত্র পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিল, ওহে জগৎপতি, তোমার সৃষ্টিতে সকল জাতিকে রাজা দিয়া প্রতিপালন

করিতেছ, আমাদিগকেও এক জন রাজা দেও। ভগবান কহিলেন, তোমরা উত্তম অবস্থায় আছ, রাজার আবশ্যকতা নাই; কারণ অনধীন অবস্থা ভাল, পরাধীন হওয়া বড় ক্লেশ। তাহারা তাহা না মানিয়া পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলে ভগবান একখানা বৃহৎ শুষ্ক কাষ্ঠ ক্ষেপণ করিয়া কহিলেন, এই তোমাদিগের রাজা, ইহাকে মান্য করিও। ভেকেরা কাষ্ঠাকার রাজা পাইয়া তৎকালে অতিহৃষ্টচিত্ত হইয়া অতি সমাদরে বিনয়পুর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া কাষ্ঠ রাজাকে প্রণাম করিল। এই রূপে কিছু কাল গত হইলে এক দিন তাহাদিগের মধ্যে এক ভেক আর আর ভেকদিগকে কহিল, অহে ভেক সকল, আমাদিগের রাজা যে দিন অবধি আসিয়াছেন তদবধি কিছুই কহেন না; চল তাঁহার নিকটে যাইয়া দেখি ইহার বিষয় কি। এই কথা কহিয়া সকলে ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে কাষ্ঠ রাজা কিছুই কহেন না ইহা দেখিল। পরে তাহার উপর আরোহণ করিয়া অতি কোলাহল শব্দপুর্ব্বক বারম্বার উল্লম্ফন করিয়া কহিল, এ রাজা কাষ্ঠমাত্র, আমাদিগের অকর্ম্মণ্য; ভগবান আমাদিগকে প্রতারণা করিয়াছেন; ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন ভগবান কুপিত হইয়া একটা বৃহৎ সারস পক্ষিকে পাঠাইলেন। সারস ঐ জলাশয় ভেকাগারে আসিবামাত্রেই আপনার স্বাভাবিক অতি কর্কশ চীৎকার শব্দ করিতে করিতে ভেকদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে ভেকেরা কহিল, হাঁ উপযুক্ত পাত্র, রাজার যোগ্য বটে, ইহাঁর যেমন ধ্যান তদনুসারে

স্বর, ইহাঁহইতেই আমরা সুখী হইব। ইহা বিবেচনা করিয়া সম্ভ্রমে রাজাকে প্রণাম করিতে আইল। কিন্তু সারস তৎক্ষণাৎ আপন স্বধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক ভেকের নাশ হইলে অবশিষ্ট ভেকেরা যাইয়া পুনর্ব্বার ভগবানের স্থানে প্রার্থনা করিল, হে ভগবন্, রক্ষা কর, আমাদিগের এমত রাজাতে প্রয়োজন নাই; ইনি আমাদিগের রক্ষা করিবেন কি; সর্ব্বনাশ করিলেন। তখন ভগবান্ কহিলেন, এ তোমাদিগের রাজা নহে, এ শাস্তা; এক্ষণে আর কোন উপায় নাই, কেবল ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

তাৎপর্য্য।—মনুষ্য যখন ভাল অবস্থায় থাকে তখন তাহা জানিতে প্রায় না পারিয়া তাহার পরিবর্ত্তন আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা প্রায় তাহাদিগের দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া উঠে।

১৮। এক খল ব্যক্তি আর ফকীর।

এক অতি খল ব্যক্তি চিরকাল সংসারাশ্রমে থাকিয়া আপন সাধ্যানুসারে পরের অপকার ও হিংসা করিয়া কালক্ষেপণ করিত; পরে অধিক বয়স হওয়াতে বলের হ্রাস হইতে লাগিল, তখন পূর্ব্বমত পরের অপকার ও কুব্যবহার করণে অশক্ত হইয়া দুষ্ট মনে বিবেচনা করিয়া কহিল, যদ্যপি এখন আমি আপন প্রতিবাসির হিংসা করিতে পারি না, তথাপি তাহাদিগের অমঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি, কিন্তু আমি মরিলে ইহাও হইবে না; অতএব যাহাতে চিরকাল ইহাদিগের অপকার হয় এমত

কোন উপায় চেষ্টা করিব। এই বিবেচনা করিয়া নগর-হইতে যাইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি ব্যাপ্ত নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। তথায় এক ফকীর থাকে; ফকীর মনুষ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অহে বনপ্রবেশক তুমি কে? সে কহিল, আমি খলপ্রধান, আপন শরীর ব্যাঘ্রকে ভোজন করাইব, এই অভিপ্রায়ে আসিয়াছি। আমার বৃত্তান্ত শুন; আমি চিরকাল লোকের মন্দ ও হিংসা করিয়াছি, এই ক্ষণে জরাগ্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু স্বধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে বিবেচনা করিয়া এই বনে আপন মাংস ব্যাঘ্রাদি জন্তুকে দিয়া ভোজন করাইতে স্থির করিয়াছি; কারণ আমার মাংস ভোজন করিলে ঐ ব্যাঘ্রাদি জন্তু মনুষ্য মাংসের আস্বাদন পাইয়া গ্রামের সকল লোককে খরিয়া খাইবে।

তাৎপর্য্য।—খল মনুষ্য পরের অপকার চেষ্টাতে কখন কখন আপনার সর্ব্বনাশও স্বীকার করে।

১৯। এক আরবী আর গর্দ্দভ।

এক বৃদ্ধ আরবী আর তাহার পুত্র এই দুই জন একটি গর্দ্দভ লইয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল। পথের মধ্যে বৃদ্ধ আরবী পুত্রকে কহিল, তুমি ইহাতে আরোহণ কর, আমি পদব্রজে যাই। তাহাতে পুত্র গাধার উপর চড়িল, আর তাহার পিতা হাঁটিয়া চলিল। কতক দূরে গেলে পর লোকেরা দেখিয়া পুত্রকে নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিল, অরে অধার্ম্মিক, এই প্রচণ্ড রৌদ্রে তোমার বৃদ্ধ পিতাকে

হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছ, আর আপনি গর্দ্দভের উপর বসিয়া যাইতেছ? ইহা শুনিয়া পুত্র বড় অপ্রতিভ হইয়া পিতাকে গাধার উপর চড়াইয়া আপনি হাঁটিয়া চলিল। কতক দূরে গেলে পর লোকেরা বৃদ্ধ আরবিকে বড় মন্দ কহিতে লাগিল, অরে চণ্ডাল নিস্নেহ, আপনি সওয়ারিতে স্বচ্ছন্দে যাইতেছ আর পুত্রের ক্লেশ দেখিতেছ। তাহাতে আরবী অপরুদ্ধ হইয়া পুত্রকে আপন পার্শ্বে চড়াইয়া লইল। দুই জন আরোহণ করিলে অতি ভার প্রযুক্ত গর্দ্দভ কষ্টে চলিতে লাগিল। তখন লোকে পিতাপুত্র উভয়কেই মন্দ কহিতে লাগিল, অরে নিষ্ঠুর আরবি, আপন দুব্যেতেও যত্ন কর না? এই ক্ষুদ্র পশুর উপরে দুই জন আরোহণ করিয়াছ; এ মরিয়া গেলে কাহার ক্ষতি, হইবে? ইহা শুনিয়া আরবিরা পিতা পুত্র দুই জন নামিয়া হাঁটিয়া চলিল, এবং গাধাকে অগ্রে অগ্রে লইয়া চলিল, কিন্তু তাহাতেও লোকেরা আর বার মন্দ কহিতে লাগিল, অরে অনভিজ্ঞ নির্ব্বোধ আরবি, দুই জন এই উত্তপ্ত বালুকা দিয়া পদব্রজে যাইতেছ, সওয়ারি গাধাকে অগ্রে লইয়াছ? যদি আরোহণ না করিবা, তবে তোমাদের গর্দ্দভে কি ফল?

তাৎপর্য্য।—সর্ব্ববাদি সম্মত প্রায় কোন কর্ম্ম হয় না।

২০। এক মালী আর কুকুর।

এক মালির কুকুর দৈবাৎ কূপে পড়িল। মালী দেখিয়া তাহাকে উঠাইবার নিমিত্তে কূপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

কুকুরের অবলম্বনার্থে আপন হস্ত তাহার প্রতি বিস্তার করিল। কুকুর দুঃশীল মনে করিল, মালী আমাকে কূপের মধ্যে অধিক নিমগ্ন করিবে, এ নিমিত্তে হস্ত বিস্তার করিয়াছে, অতএব রাগত হইয়া মালির অঙ্গুলি কামড়াইল; তাহাতে মালী উপরে উঠিল, কিন্তু কুকুর কূপের মধ্যে রহিল। তখন মালী কুকুরকে কহিল, তোমার বড় দুষ্টতা ও কুব্যবহার, আমি তোমার উপকার করিতে আইলাম, কিন্তু তুমি তাহা অস্বীকার করিয়া তাহার বিপরীতাচরণ করিলা, এবং যে হস্তদ্বারা তোমার রক্ষা হইত তাহাকেই ক্ষত করিলা।

তাৎপর্য্য।—যাহার উপকার বোধ নাই, তাহার উপকার করা প্রশ্রমাত্র।

২১। দুই ভেক।

দুই ভেক ছিল; তাহাদের মধ্যে একটা কোন জলাশয়ে থাকিত, অন্য ভেক রাজপথের পার্শ্বের নিম্ন স্থানে বাস করিত। তাহাতে কোন বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়াতে জলাশয়ের ভেক দেখিল যে দ্বিতীয় ভেকের বসতিস্থান শুষ্কপ্রায় হইল, অতএব সে স্থানে থাকিলে সে মারা যাইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া কহিল, অহে স্বজাতি মিত্র, তোমার স্থান শুষ্ক হইল, তুমি বরং এই জলাশয়ে আসিয়া থাক। কিন্তু রাজপথের ভেক তাহাকে আপনার অনিষ্টকারী বোধ করিয়া তাহার কথায় সম্মত না হইয়া উত্তর করিয়া কহিল, এ স্থান আমার জন্মভূমি;

স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত সুখের আশাতে, কেন অন্য স্থানে যাইব? আমার এই স্থান ভাল, আর আমাদিগের গোষ্ঠীর এমত রীতিও নাই যে স্থানান্তর যাই। পরে তাহার বসতিভূমি অধিক শুষ্ক হইয়া রাজপথের সহিত মিলিত হইল, তাহাতে তাহার উপর দিয়া গাড়ির চাকা গিয়া ভেকের শরীর চূর্ণ করিল।

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি পরকে কেবল অবিশ্বাস করিয়া সন্দেহ প্রযুক্ত তাহার কাছে উপকৃত হইতে চাহে না, তাহার নিজ দোষেই অমঙ্গল হয়। আর যে অবস্থায় জন্মিয়াছে, সেই অবস্থায় চিরকাল থাকিতে মনে স্থির করে যে লোক, সে প্রায় আপনাকে মূর্খ দেখায়।

২২। এক মুসলমান আর ছাগল।

এক মুসলমান খাদ্যের জন্যে বাজারহইতে একটি ছাগল কিনিয়া আনিতেছিল, ইতোমধ্যে কএক জন প্রতারক ঐ ছাগল দেখিয়া বুভুক্ষাপ্রযুক্ত পরামর্শ পূর্ব্বক সেই মুসলমানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এবং কেহ কেহ কহিল, কি কাল হইয়াছে? মুসলমান হইয়া শূকর স্কন্ধে লইয়া যাইতেছে। মুসলমান তাহা শুনিয়া ভাবিতে লাগিল, ইহারা ছাগলকে শূকর কেন কহিতেছে? আরো কেহ কহিল, অরে দুরাত্মা, মুসলমান হইয়া শূকর স্কন্ধে করিয়াছ যাহাকে স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? তুই মুসলমানের বংশজাত নহিস্। এই কথা শুনিয়া সে ঐ ছাগলকে স্কন্ধহইতে ভূমিতে নামাইয়া বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কারণ

আমার ভ্রান্তি হইয়া থাকিবে, তাহার এমত বোধ জন্মিয়াছিল। কিন্তু ছাগল বটে শূকর নহে, ইহা দেখিয়া সে কহিতে লাগিল, ইহারা কি উন্মত্ত হইয়াছে! এই জন্যে আমার ক্রীত ছাগলকে শূকর কহিতেছে? আর বার লইয়া চলিল। কতক দূর যাইতে ঐ প্রতারকদের মধ্যে কেহ কেহ অগ্রগামী হইয়া মুসলমানের বেশ ধরিয়া সম্মুখাগত হইয়া কহিল, অরে নরাধম কুলকুঠার, তুমি আমাদের অত্যন্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মাচরণ করিতেছ, শূকর লইয়া যাইতেছ; ভাল কাজির নিকটে কহিয়া তোমার শাস্তি করিব। এই কথা শুনিয়া মুসলমান বিবেচনা করিল, প্রথম লোক যে কহিয়াছিল, তাহাতে আমার প্রত্যয় হইয়াছিল না; আর বার দেখি আমার স্বজাতীয়ও কহিতেছে, অতএব বুঝি আমার দৃষ্টি ও জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকিবে; যাহা হউক, সত্য কিম্বা মিথ্যা, জনরব হইলে অবশ্যই ধর্ম্মের হানি হয়। এই বিবেচনাতে সে ছাগল পরিত্যাগ করিয়া গেল, পরে ঐ প্রতারকেরা মহাহৃষ্ট হইয়া ছাগল লইয়া খাইল।

তাৎপর্য্য।— লোকে কি বলে তাহাতে হঠাৎ বড় মনোযোগ করা অতি মূর্খের কর্ম্ম।

২৩। কুকুর ও তাহার প্রতিবিম্বের কথা।

কোন কুকুর এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া সন্তরণদ্বারা এক নদী পার হওনের সময়ে জলমধ্যে আপন প্রতিবিম্ব দেখিল। অতএব আর এক কুকুর উত্তম মাংসখণ্ড মুখে করিয়া যাইতেছে ইহা বোধ করিয়া ঐ মাংস

খণ্ড গ্রহণ করিবার চেষ্টাতে মুখ ব্যাদান করিয়া তাহার প্রতি আক্রমণ করিল, তাহাতে তাহার মুখের মাংস একেবারে জলে পড়িল, এবং ভ্রমদৃষ্ট মাংসখণ্ডও লব্ধ হইল না।

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি অনুচিত লোভ করে, তাহার এই রূপ দুর্দ্দশা হয়।

২৪। কাক ও শম্বূকের কথা।

এক বৃহৎ কাক শম্বূকের মাংসাকাঙ্ক্ষী হইয়া, এক শম্বূক দুই ভাগ করিবার নিমিত্তে চঞ্চুাঘাত করিতেছিল, কিন্তু ভাঙ্গিতে পারিল না। ইত্যবসরে এক দুষ্ট ক্ষুদ্র কাক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হিতোপদেশ বাক্য কহিল, হে বৃহৎ কাক, তুমি এই শম্বূককে ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ কর, তাহাতে আপনি ভগ্ন হইবে, এবং তুমি অনায়াসে তাহার মাংস খাইতে পাইবা। বৃহৎ কাক সেই উপদেশানুরূপ করিলে শম্বূক তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইল বটে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কাক শীঘ্র বৃক্ষহইতে অধঃস্থ হইয়া সমুদায় ভক্ষণ করিল।

তাৎপর্য্য।—আত্মম্ভরি লোক আপনার লাভাকাঙ্ক্ষা না করিয়া অন্যকে হিতোপদেশ করে না।

২৫। খেঁকশিয়াল ও কাকের কথা।

এক কাক বৃক্ষের উপরে যৎকিঞ্চিৎ মাংস মুখে করিয়া বসিয়া আছে, কোন খেঁকশিয়াল ইহা দেখিয়া ঐ মাংসখণ্ড কি প্রকারে আমার হইবে ইহা মনে ভাবিয়া

কাককে সম্বোধন করিয়া কহিল, ওহে কাক, তুমি ধন্য পক্ষী, দেবতা ও মানুষদের আহ্লাদজনক; তোমার শরীরের কি সৌন্দর্য্য, ও তোমার পক্ষের বর্ণ কি সুন্দর! ঈশ্বর যদি তোমাকে সুস্বর দিতেন, তবে বুঝি পৃথিবীতে তোমার সদৃশ আর কোন পক্ষী থাকিত না। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কাক সন্তুষ্ট হইয়া সেই শৃগালকে স্বীয় স্বর শ্রবণ করাইবার নিমিত্তে মুখ ব্যাদান করিল, তাহাতে মুখস্থ মাংসখণ্ড ভূমিতে পড়িল। তৎক্ষণমাত্রে শৃগাল সেই মাংসখণ্ড ভোজন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

তাৎপর্য্য।—যে লোক আত্মস্তুতিবাক্যেতে আনন্দিত হয়, তাহার ক্ষতি অবশ্য হয়।

২৬। এক কাকের কথা।

এক কাক নিজ সৌন্দর্য্যের নিমিত্তে অন্য অন্য পক্ষির পতিত পক্ষ আপন শরীরে সংলগ্ন করিল, অন্য অন্য পক্ষিরা সে কাককে এমন সুন্দর দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল। পরে সে সকল পক্ষ তাহার নয় কিন্তু আমাদেরই ইহা ভাবিয়া তাহার স্থানহইতে তাহার পাখা সমেত আপন আপন সকল পাখা কাড়িয়া লইল। তাহাতে সে কাক পক্ষহীন হওয়াতে কদাকার হইয়া সকলের উপহাসাস্পদ হইল।

তাৎপর্য্য।—স্বভাবতঃ গুণবান না হইয়া যে ব্যক্তি অন্যের গুণে গুণবান হইতে চাহে, তাহার অবশেষে কেবল লজ্জা ঘটে।

২৭। পিতা পুত্রবিষয়ক কথা।

এক ব্যক্তির বহু পুত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের পরস্পর অত্যন্ত বিবাদ ছিল, অতএব পিতা মরিবার সময়ে তাহাদিগকে ডাকিল, এবং অনেক তৃণদ্বারা দৃঢ়রূপে এক রজ্জু করিয়া তাহাদিগকে তাহা ছিন্ন করিতে কহিল; তাহারা অনেক যত্ন করিয়াও ছিন্ন করিতে পারিল না। তখন পিতা সে রজ্জু খুলিয়া এক এক তৃণ তাহাদিগকে ছিন্ন করিতে দিল, তাহা তাহারা অনায়াসে ছিঁড়িল। তখন পিতা কহিল, এই তোমাদের কারণ হিতোপদেশ, কেননা তোমরা যদি মিলিয়া থাক, তবে তোমাদিগকে পরাভব করিতে কেহই পারিবে না; কিন্তু যদি পৃথক্ হও, তবে তোমাদিগকে অনায়াসে সকলে নষ্ট করিতে পারিবে।

তাৎপর্য্য।—ঐক্য হইলে শক্তি হয়, কিন্তু অনৈক্যেতে কেবল দুর্ব্বলতা হয়।

২৮। এক রাখালের কথা।

এক ধূর্ত্ত রাখাল ব্যাঘ্র আসিয়াছে পুনঃ পুনঃ এ মিথ্যা কথা কহিয়া চীৎকার করে, তাহা শুনিয়া নিকটস্থ সকল লোক ব্যাঘ্র মারিবার জন্যে একত্র হয়, এই রূপে কৌতুক পূর্ব্বক কিছু দিন গেল; কিন্তু এক দিন প্রকৃত ব্যাঘ্র দেখিয়া সে রাখাল ব্যাঘ্র ব্যাঘ্র এই শব্দ করিয়া উঠিল তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া কোন লোকই আইল না, পরে ব্যাঘ্র মেষদিগকে খাইয়া ফেলিল।

তাৎপর্য্য।—মিথ্যাবাদির সত্য কথাতেও বিশ্বাস হয় না।

২৯। এক বালক ও হংসের কথা।

কোন বালকের এক হংস প্রতিদিন এক স্বর্ণের ডিম্ব প্রসব করিত, তাহা সেই বালক লইয়া অনেক লাভ করিত। পরে এক দিন সে বালক মনে ভাবিল, এ হংসের উদর বিদীর্ণ করিলে আমি একেবারেই সে সকল স্বর্ণ ডিম্ব পাইব, ইহা ভাবিয়া সে হংসকে মারিয়া ফেলিল, কিন্তু কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব ব্যতিরেকে আর কিছু পাইল না।

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি অতিশয় লোভ করে তাহার ঐ রূপ মূলসুদ্ধ নষ্ট হয়।

৩০। এক বৃদ্ধের কথা।

এক ব্যক্তি বৃদ্ধ কাষ্ঠভার মস্তকে করিয়া গমন করিতেছিল, কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়া সেই ভার বহনে অপারক হইয়া মস্তকহইতে ভূমিতে ফেলিল ও অতি দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে মৃত্যু, আমাকে লও। তৎক্ষণে মৃত্যু তাহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে কি নিমিত্তে ডাকিতেছিলা? সে অতিশয় ভীত হইয়া কহিল, এই কাষ্ঠভার আমার মস্তকে তুলিয়া দেওনের নিমিত্তে আমি তোমাকে ডাকিয়াছি।

তাৎপর্য্য।—এই সংসারে অতি দুঃখি লোকেরও আন্তরিক মরণবাঞ্ছা কদাচ হয় না।

৩১। শৃগালী ও সিংহীর কথা।

এক শৃগালী এক সিংহস্ত্রীকে অবজ্ঞা করিয়া কহিল,

তুমি এক গর্ব্ভে এক সন্তানমাত্র প্রসব কর। সিংহস্ত্রী উত্তর করিল, তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি যে প্রসব করি সে সিংহ।

তাৎপর্য্য।—সহস্র মূর্খ পুত্র অপেক্ষা বরং এক গুণবান্ পুত্র ভাল।

৩২। এক শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের কথা।

এক শৃগাল কোন দ্রাক্ষালতাতে বিস্তর সুপক্ব ফল দেখিয়া তাহার উচ্চ শাখাহইতে ফল লইবার কারণ অনেক যত্ন করিল; কোন প্রকারে না পাইয়া কহিল, এ সকল ফল কিছু নয়, কাঁচা ও অতি অম্ল, তাহার কারণ আমি আর শ্রম করিব না, ইহা বলিয়া প্রস্থান করিল।

তাৎপর্য্য।—কোন লোক যদি কোন বস্তুর কারণ অনেক আকিঞ্চন করিয়া পাইতে না পারে, তবে আপন মনঃপ্রবোধের কারণ তাহাতে দোষারোপ করে।

৩৩। এক জনের দুই স্ত্রী ছিল তাহার কথা।

অর্দ্ধ শ্যাম অর্দ্ধ শুক্ল কেশবিশিষ্ট অর্দ্ধ বয়স্ক এক ব্যক্তি দুই স্ত্রী বিবাহ করিল, তাহাদের মধ্যে এক স্ত্রী সমবয়স্কা, দ্বিতীয়া ন্যূনবয়স্কা ছিল। বৃদ্ধা স্ত্রী আপন মনোমত করিবার জন্যে স্বামির কাঁচা কেশ ছিঁড়িতে লাগিল, এবং যুবতি স্ত্রী আপন মনোমত করিবার জন্যে তাহার পাকা কেশ ছিঁড়িতে লাগিল। ইহাতে তাহার মস্তক কেশহীন হইল।

তাৎপর্য্য।—যাহারা দুই পক্ষের লোককে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের প্রায় এই রূপ দুরবস্থা হয়।

৩৪। এক মশক ও সিংহের কথা।

এক সিংহ বনের মধ্যে অহঙ্কারে গর্জন করিতেছিল, সেই কালে এক মশক আসিয়া তাহাকে বলিল, আইস আমরা পরস্পর যুদ্ধ করি। তাহাতে সিংহ সম্মত হইলে মশক তৎক্ষণাৎ সিংহের নাসা ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দংশন করিতে লাগিল, তাহাতে সিংহ দংশনের জ্বালাতে হস্তপাদাস্ফালন করিয়া তথাহইতে পলায়ন করিল, ইহাতে মশক অতিশয় অহঙ্কার করিয়া উড়িয়া গেল, কিন্তু উড়িয়া যাইবামাত্র একটা মাকড়সার জালে বদ্ধ হইয়া তাহাকর্তৃক ভক্ষিত হইল; তাহাতে মরণকালে তাহার অতিশয় লজ্জা হইল; কেননা যে মশক সিংহকে এমন পরাভব করিল, সে এক ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে বদ্ধ হইয়া মারা পড়িল।

তাৎপর্য্য।—অহঙ্কারি লোক শীঘ্র পতিত হয়।

৩৫। সিংহ ও গর্দ্দভ ও শৃগাল এ তিনের কথা।

সিংহ ও গর্দ্দভ ও শৃগাল এ তিন জন শিকার করিতে গিয়া এই নিয়ম করিল, আমাদের যাহা প্রাপ্য হইবে, তাহা সকলে সমানাংশে লইব। পরে তাহারা একটা বড় হরিণ মারিলে গর্দ্দভ তাহা সমানাংশ করিয়া সিংহকে এক ভাগ দিল, তাহাতে সিংহ অতিক্রুদ্ধ হইয়া গর্দ্দভকে নষ্ট করিয়া শৃগালকে কহিল, তুমি ইহার অংশ কর। তাহাতে শৃগাল সমুদায় মাংস সিংহকে দিয়া যৎকিঞ্চিৎমাত্র আপনি লইল। তাহা দেখিয়া সিংহ সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, হে ভাই শৃগাল, এতাদৃশ অংশ করণ বিবেচনা তোমাকে কে শিখাইল? শৃগাল উত্তর করিল, ঐ মৃত গর্দ্দভ।

তাৎপর্য্য।—বুদ্ধিমান লোক যে কর্ম্মে সাক্ষাৎ বিপদ্ দেখিতে পায়, সে কর্ম্ম সাবধানরূপে করিবে।

৩৬। কাক ও কলসের কথা।

তৃষ্ণাযুক্ত এক কাক অল্প জলযুক্ত এক কলস পাইয়া তাহাহইতে জল পান করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না, ইহাতে সে কাক কলস ভাঙ্গিতে ও উল্টাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাও পারিল না। শেষে মন্ত্রণা করিয়া একটা একটা করিয়া কতক ক্ষুদ্র পাথর তাহার মধ্যে ফেলিল, তাহাতে জল আপনি উচ্চীকৃত হইলে সে অনায়াসে জল পান করিয়া তৃপ্ত হইল।

তাৎপর্য্য।—পরাক্রমদ্বারা যে কর্ম্ম করণ দুষ্কর হয়, তাহা বুদ্ধিদ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়।

৩৭। ব্রহ্মা ও এক কৃষাণ ইহাদের কথা।

এক কৃষক ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করিল, হে ব্রহ্মন্, জল ও বায়ু প্রভৃতি শস্যজনক বস্তু করিবার শক্তি আ-

মাকে দেও। তাহাতে বৃক্ষা দণ্ড করিবার জন্যে তাহাকে তাহা দিলেন। এবং সে কৃষক আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক কখন অধিক কখনও অল্প জলাদি ক্ষেত্রে দিতে লাগিল, তাহাতে সে অন্য অন্য কৃষকহইতে দশগুণ পরিশ্রম করিয়াও কিছু শস্য পাইল না। তাহাতে বিরক্ত হইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষার নিকটে কহিল, হে বৃক্ষন্, ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি আপন শক্তি আপনি লও।

তাৎপর্য্য।—সকলের শুভাশুভ ফলদাতা পরমেশ্বরের কর্তৃত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া যে লোক কেবল আপন ইচ্ছাতে ফল লাভ করিতে চাহে সে নির্ব্বোধ।

৩৮। ভালুক ও মধুমক্ষিকার কথা।

এক ভালুক এক মধুমক্ষিকার দংশনেতে এমন ক্রুদ্ধ হইল যে সে পাগলের মত দৌড়িয়া তাহার বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাহাতে সকল মধুমক্ষিকা আসিয়া তাহার উপরে পড়িয়া তাহার শরীর ক্ষতবিক্ষত করিল। তখন সে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া চিন্তা করিল, আমি যদি একের হিংসা সহ্য করিতাম, তবে অনেকের হিংসা সহিতে হইত না।

তাৎপর্য্য।—যদি কেহ যৎকিঞ্চিৎ হিংসা সহ্য করিয়া থাকে, তবে তাহার উপর অধিক হিংসা পড়ে না।

৩৯। এক মহাজন ও এক জাহাজির কথা।

এক মহাজন এক জাহাজিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পিতা কিরূপে মরিয়াছেন? সে উত্তর করিল, আমার পিতা

ও পিতামহ সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছেন। মহাজন প্রত্যুত্তর করিল, তবে তোমার কি ডুবিয়া মরিবার ভয় নাই? জাহাজী জিজ্ঞাসিল, ভাল, তোমার পিতা পিতামহ কিরূপে মরিয়াছেন? মহাজন উত্তর করিল, শয্যাতে। জাহাজী প্রত্যুত্তর করিল, তবে তোমার যেমন শয্যাতে উঠিতে ভয় নাই, তেমন আমারও জাহাজে যাইতে ভয় নাই।

তাৎপর্য্য।—অভ্যাসদ্বারা ভয় নষ্ট হয়।

৪০। এক নির্ব্বোধ লোক।

এক নির্ব্বোধ নদীর নিকটে আসিয়া তাহার তীরে বসিয়া ভাবিল, ভাল, নদীর জল চলিতেছে, চলিয়া যাউক; সকল জল গেলে যখন শুষ্ক ভূমি হইবে তখন পারে যাইব, কিছু বিলম্ব হইবে, সাধ্য কি? ইহা ভাবিয়া অনেক ক্ষণ বসিয়া দেখিল নদীর গমন নিবৃত্ত হইল না।

তাৎপর্য্য।—কোন লোক বিষয় বিবেচনা না করিয়া মিথ্যা আশা অবলম্বনে থাকিলে এই রূপ দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া লোকের উপহাস্য হয়।

৪১। এক অন্ধ ও এক খঞ্জ লোকের কথা।

এক অন্ধ ও এক খঞ্জ উভয়ের এক স্থানে যাওনের আবশ্যক হইলে অন্ধ খঞ্জকে বলিল, তুমি আমার স্কন্ধের উপরে আরোহণ করিয়া আমার পথদর্শক হও। তাহা করিলে সেই দুই জন উত্তমরূপে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল।

তাৎপর্য্য।—পরস্পর উপকার করিলে সকলের লাভ হয়

৪২। এক মহাপক্ষি ও কাকের কথা।

এক মহাপক্ষী উচ্চ পর্ব্বতহইতে ছোঁ মারিয়া এক ক্ষুদ্র মেষের উপরে পড়িয়া তাহাকে লইয়া পর্ব্বতে উঠিল, তাহা দেখিয়া এক কাক সেই বৃহৎ কর্ম্ম করিতে উৎসুক হইয়া ছোঁ মারিয়া এক মেষের উপরে পড়িবামাত্র তাহার পা মেষের রোমসমূহের মধ্যে বদ্ধ হইল, তাহাতে কাক চীৎকার করিতে লাগিল, পরে মেষপালকেরা তাহাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিল।

তাৎপর্য্য।—আত্মশক্তি বিবেচনা না করিয়া মহতের কর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইলে ক্ষুদ্র প্রাণির এই রূপ দুর্দ্দশা হয়।

৪৩। দুই বিড়াল ও এক বানরের কথা।

দুই বিড়াল যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য পাইয়া তাহা সমানাংশে ভাগ করিতে না পারিয়া এক বানরের নিকটে গেল। বানর তরাজু বাহির করিয়া দুই খণ্ড করিয়া তাহাতে চড়াইল; ও এক ভাগ অধিক হইলে তাহা সমান করিবার জন্যে তাহার কিছু অধিক আপনি খাইল; তাহাতে সুতরাং অন্য ভাগ ভারী হইলে পুনর্ব্বার সেই রূপ করিল; এই রূপ বার বার করাতে সে ধূর্ত্ত বানর সমুদায় খাদ্যদ্রব্য খাইল, এবং দুই বিড়াল হতাশ হইল।

তাৎপর্য্য।—আপনাদের বিষয়ে পরস্পর অসন্তুষ্ট হইয়া পরের নিকটে বিষয় সমর্পণ করিলে এই রূপ সর্ব্বনাশ হয়।

৪৪। আজ্ঞালঙ্ঘন।

এক সম্রাট্ দেশভ্রমণ করিতে গিয়া স্বাধিকৃত এক মহানগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন এই নগরে এক জন সপ্তরি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ আছে, সে জন্মাবধি কখনো নগরের প্রাচীরের বাহিরে যায় নাই। সম্রাট্ ঐ আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বৎসরের আহারসাধন বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিলেন, এবং কহিলেন, তুমি যদি এই নগরের বাহির না হও, তবে যাবজ্জীবন এই রূপ বৃত্তি পাইবা, নতুবা তোমার এই বৃত্তি থাকিবে না। কিছু কাল পরে ঐ ব্যক্তি সম্রাটের আজ্ঞাতে আপনাকে বদ্ধ জ্ঞান করিয়া ঐ নগরে থাকিতে বিরক্ত হইতে লাগিল। পরে সেখানহইতে বাহির হইয়া অন্যত্র গেল, তাহাতে তাহার সে বৃত্তিচ্ছেদ হইল।

তাৎপর্য্য।—কোন ব্যক্তি যে কর্ম্ম আপন ইচ্ছাতে সর্ব্বদা করে, সেই কর্ম্ম অন্যে আজ্ঞা করিলে আর করিতে চাহে না।

৪৫। খরগোশ ও তাহার মিত্রেরা।

এক খরগোশ চিরকাল এক বনে বসতি করে, কোন পশুর সহিত বিরোধ বিসম্বাদ কিছুই করে না, কাহারো মন্দের কথাতেও থাকে না। তাহাতে সেই বনের তাবৎ পশুরা তাহাকে ভাল বাসে, ও সকলেরই সহিত তাহার পরম মিত্রতা, এই রূপে কিছু কাল যায়। এক দিন ঐ বনে শিকারিরা শিকার করিতে আইল, ও তাহাদের সহিত অনেক কুকুর আইল। খরগোশ দূরহইতে আপনার প্রাণনাশক শিকারিদের কোলাহল শুনিয়া ভীত

হইল, কিন্তু এই বনে আমার অনেক অনেক মিত্র আছে, তাহারা অবশ্য এই বিপৎকালে আমাকে রক্ষা করিবে, ইহা মনে ভরসা করিল। ইতোমধ্যে ভয়ানক শব্দ করিয়া কুকুরেরা খরগোশকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল, তখন খরগোশ প্রাণভয়ে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দৌড়িয়া শ্রান্ত হইয়া অর্দ্ধ মৃতবৎ হইয়া আর চলিতে পারিল না, ইত্যবসরে তাহার প্রধান মিত্র ঘোড়া ঐ পথে যাইতেছে দেখিয়া খরগোশ কতক আশ্বস্ত হইয়া কহিল, হে মিত্র, আমার এই বিপৎকাল উপস্থিত, এ সময়ে আমাকে রক্ষা কর, যদি তোমার পৃষ্ঠের উপরে আমাকে আরোহণ করিতে দেও, তবে আমি কুকুরহইতে রক্ষা পাই। ঘোড়া উত্তর করিল, হায়, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার অতিশয় দয়া হয়, ভাবনা নাই, পশ্চাৎ তোমার সকল মিত্র আসিতেছে। পরে এক বলবান বৃষ আইল, তাহাকেও ঐ রূপ কাতর বাক্য কহিল। বৃষ কহিল, আমি তোমাকে কেমন প্রেম করি তাহা এই বনের সকলেই জানে; কিন্তু অমুক বৃক্ষের নীচে এক গাভী আমার অপেক্ষাতে আছে, অতএব এখন আমি বিলম্ব করিতে পারি না; তুমি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইও না, তোমার সহিত আমার বড় প্রীতি; দেখ পশ্চাৎ ছাগল আসিতেছে, তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। পরে খরগোশ ছাগলের নিকটে গিয়া ঐ রূপ কহিল, তাহাতে ছাগল কহিল, আমিও শ্রান্ত, আমার চক্ষু ভারী, ও আমি মস্তক স্থির রাখিতে পারি না, কিন্তু ভয় নাই, পশ্চাৎ মেষ আসিতেছে। মেষ কহিল, আমি আপনি দুর্ব্বল, আপন রোমের ভার সহিতে পারি না,

এবং কুকুরহইতে তোমার যেমন ভয় আমারও তেমনই ভয়। পরে সে দুঃখি খরগোশ গোবৎসকে কহিল, হে মিত্র, আমাকে মৃত্যুহইতে রক্ষা কর। সে কহিল, আমাহইতে বলবানেরা যে কর্ম্ম করিল না, আমি দুর্ব্বল হইয়া কি সে কর্ম্ম করিব? যদি আমি তোমাকে উদ্ধার করি, তবে আমার ঐ সকল মিত্রেরা কি কহিবে? তুমি জান আমি তোমাকে কেমন প্রেম করি, কিন্তু অতি প্রিয় ব্যক্তিও ভিন্ন হইবে; সেলাম, দেখ কুকুর আগত প্রায়।

তাৎপর্য্য।—সম্পৎকালে অনেক মিত্র মিলে, কিন্তু বিপৎসময়ে মিত্র পাওয়া দুর্লভ।

৪৬। পক্ষি ও কৃষকের কথা।

এক পক্ষী এক কৃষকের ধান্যক্ষেত্রে বাসা করিয়া বাস করে, এবং তাহার দুই তিনটা শাবকও থাকে; ঐ পক্ষী প্রতিদিন আহারের কারণ অন্য অন্য স্থানে যায়। কিছু দিন পরে ঐ ক্ষেত্রের ধান্য পক্বপ্রায় দেখিয়া ঐ পক্ষী চিন্তিত হইয়া এক দিন আপন শাবকদিগকে কহিল, আমি আহারার্থে প্রতিদিন অন্য অন্য ক্ষেত্রে যাই, এখানে থাকি না; যদি কোন দিন কেহ আসিয়া কোন কথা কহে, তবে তোমরা আমাকে জানাইও। পরে এক দিন ঐ ক্ষেত্রের স্বামী পিতাপুত্রে ক্ষেত্রে আসিয়া ধান্য পক্ব দেখিয়া কহিল, ধান্য সুপক্ব হইয়াছে; কল্য আত্মীয় লোকদিগকে ডাকিয়া ধান্য কাটিতে হইবে। ইহা পক্ষিশাবকেরা শুনিল; পরে পক্ষী বাসায় আইলে সেই কথা তাহাকে কহিল। তাহা শুনিয়া পক্ষী উদ্বিগ্ন না হইয়া কহিল,

ভাল, ক্ষতি নাই, কল্য যে কথোপকথন হইবে, তাহাও আমাকে জানাইও।

পর দিন ঐ কৃষকেরা পিতাপুত্রে ঐ ক্ষেত্রে আসিয়া কহিতে লাগিল, হায়, আত্মীয়দিগকে ডাকিলাম, তাহারা কেহই আইল না; ভাল কল্য জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে ডাকিয়া ধান্য কাটিতে হইবে। এই কথাও পক্ষিশাবকেরা শুনিল। পরে পক্ষী বাসায় আইলে তাহারা সে কথাও তাহাকে শুনাইল; তাহাতে পক্ষী কহিল, যে হউক, উদ্বেগের বিষয় নহে; ভাল, অদ্য যে কথাবার্ত্তা হইবে, তাহাও আমাকে জানাইও।

পরে সে দিন ঐ কৃষকেরা পিতাপুত্রে ক্ষেত্রের নিকটে আসিয়া কহিল, হায় কি হইবে? জ্ঞাতি কুটুম্বেরাও আইল না, দূর হউক, কল্য আমরা পিতাপুত্রেই আসিয়া এই ধান্য কাটিব; ইহাও ঐ শাবকেরা শুনিল। কিঞ্চিৎ পরে পক্ষী বাসায় আইলে তাহারা কহিল, কল্য কৃষকেরা পিতাপুত্রে আসিয়া ধান্য কাটিবে। ইহা শুনিয়া পক্ষী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল, ও সেখানহইতে বাসা উঠাইয়া আপন শাবকদিগকে লইয়া অন্যত্র বাসা করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিল।

তাৎপর্য্য।—আপন কর্ম্ম আপনি না করিলে অন্যের দ্বারা প্রায় সিদ্ধ হয় না।

৪৭। গ্রীক কাব্যে কৃপণের কথা।

খারন নামে এক নাবিক মৃত লোকদিগকে বৈতরণী

নদী পার করিয়া তাহার বেতন এক এক পয়সা পায়, এই রূপে অনেক অনেক লোককে পার করে। কিছু কাল পরে এক ব্যক্তি অতিশয় কৃপণ মরিয়া ঐ নদীতীরে উপস্থিত হইল। নৌকায় পার হইলে এক পয়সা ব্যয় হইবে, এই ভয়ে আপনি সাঁতারিয়া পার হইল, ইহাতে সেখানকার বিচারকর্ত্তারা বিচার করিল, ইহার কি দণ্ড উপযুক্ত, যেহেতুক এ ব্যক্তি পারের বেতন না দিয়া পার হইল? তাহাদের মধ্যে এক জন বিবেচনা করিয়া কহিল, ইহাকে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পাঠান যাউক, এবং ইহার চিরসঞ্চিত ধন ইহার পুত্রেরা কি রূপে ব্যয় করিতেছে, এ ব্যক্তি আপন চক্ষুতে তাহা দেখুক।

তাৎপর্য্য।—কৃপণ লোক নানা দুঃখ ও শ্রমপূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু আপনি ভোগ করে না; এবং তাহার ধন অন্যে ভোগ করিতে দেখিলে তাহার দণ্ড বোধ হয়।

৪৮। কৃপণের স্বভাব।

এক নগরে এক ব্যক্তি ধনবান্ ছিল, কিন্তু তাহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি উত্তরাধিকারী সংসারে কেহই ছিল না; এবং তাহার তুল্য কৃপণও ছিল না, তাহার বহু ধন হইলেও আপন পরিচর্য্যার কারণ অনেক ভৃত্যও রাখিত না, তাবৎ ব্যাপার স্বহস্তেই করিত। কিছু কাল সে সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইলে আপনার নগদ ধন সকল একত্র করিয়া শয্যার নীচে রাখিয়া তাহার উপরে শয়ন করিত। এক দিন তাহার এক মিত্র তা-

হাকে দেখিতে আসিয়া তাহার জীবনসংশয় বুঝিয়া কহিল, হে সখে, তুমি পীড়াতে অসমর্থ হইয়া আপন শুশ্রূষা আপনি কি প্রকারে করিবা? এক জন ভৃত্য রাখ; তৎকালে ঐ কৃপণরাজ তাহা স্বীকার করিয়া এক জনকে ডাকাইয়া আনাইয়া কহিল, তুমি আমার নিকটে চাকর থাক, দরমাহা কি লইবা? ভৃত্য কহিল, মহাশয় আমি তিন টাকা দরমাহা লইব, ও আজ্ঞামত কর্ম্ম করিব, কিন্তু এক মাসের দরমাহা আগে দিতে হইবে। তাহাতে ঐ কৃপণরাজ স্বীকৃত না হইয়া তাহাকে রাখিল না। পরে ঐ মিত্র সময়ান্তরে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে সখে, কেন এক ভৃত্য রাখ নাই? কৃপণ কহিল, তাহাকে রাখা হইল না; সে এক মাসের দরমাহা আগে চাহে; যদি আমার এক মাসের মধ্যে মরণ হয়, তবে আমার টাকা বৃথা নষ্ট হইবে, অতএব এই বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম।

তাৎপর্য্য।—কৃপণ লোক প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াও ধন লোভ ত্যাগ করিতে পারে না।

INFANT TEACHER.

PART V.

THE

MORAL CLASS-BOOK.

BY

RAJKRISHNA BANERJEA

SECOND EDITION

CALCUTTA:

PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS.

1852.